সমকাল

তারিখ 30 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস

মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নিন

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের বিষয়টি নীতিগতভাবে সম্মতি পেয়েছে বলে জানা গেছে। দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য রাজধানীর উপকণ্ঠে পূর্বাচলে একশ' একর জমি চেয়ে সরকারকে চিঠি দেয়া হয়েছে।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আবাসন সঙ্কট বিদ্যমান। সাম্প্রতিক সময়ে এ সঙ্কট আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৭টি হলে ১০ হাজার ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর অবস্থানের সুযোগ থাকলেও বর্তমানে হলে অবস্থান করছে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী। থাকার একটি সিটের জন্য অসংখ্য ছাত্রকে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হচ্ছে। আবাসন সঙ্কটের কারণে দুজনের রুমে চারজন, চারজনের রুমে আটজন, আবার আটজনের রুমে ১৫ থেকে ১৬ জন এমনকি ২০ জন থাকার নজিরও রয়েছে। নিচে ফ্লোরিং করেও থাকতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। রুমে জায়গা না হওয়ায় ছাত্রদের জায়গা করে নিতে হচ্ছে বারান্দায়। নামাজের মসজিদকে বানাতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের থাকার রুম। এ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছিল।

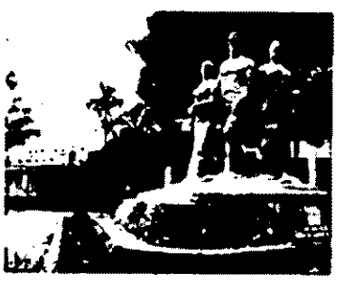

প্রস্তাবিত নতুন ক্যাম্পাসটি হবে শতভাগ আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন। ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন, বিনোদন ও চিকিৎসার সব ব্যবস্থা থাকবে নতুন ক্যাম্পাসে। প্রস্তাবিত নতুন ক্যাম্পাসে ২০ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসন গড়ে তোলা হবে। যেখানে বর্তমান ক্যাম্পাস থেকে ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে নতুন ক্যাম্পাসে নেয়া হবে। এজন্য যে কোনো একটি অনুষদকে সেখানে স্থানান্তর করা হবে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে আরো ১০ হাজার শিক্ষার্থী সেখানে ভর্তি হবে।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় ১০ তলাবিশিষ্ট তিনটি একাডেমিক ভবন, ছাত্রছাত্রীদের পৃথক আবাসিক হল, শিক্ষকদের আবাসিক ভবন, টিএসসি ভবন, লাইব্রেরি, গবেষণাগার ও জিমনেসিয়াম নির্মাণ করা হবে। অর্থাৎ মূল ক্যাম্পাসের মতো সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নতুন ক্যাম্পাসেও থাকছে।

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ক্যাম্পাসটি নির্মিত হলে মূল ক্যাম্পাসের ওপর চাপ অনেক কমে যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের সিটও অনেক বাড়বে। নতুন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা যানজট ও ঘিঞ্জিমুক্ত পরিবেশে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। রাজধানীর ভেতরে হওয়ায় মূল ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের চলাফেরার জন্য খোলা পরিবেশ খুব একটা নেই। পূর্বাচলের নতুন ক্যাম্পাসে সে পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণের যে মাস্টারপ্ল্যান করা হয়েছে তাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকবে। আগামী ৫০ বছরে কোন কোন স্থানে নতুন ভবন নির্মিত হবে তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও থাকবে মাস্টারপ্ল্যানটিতে।

বাংলাদেশে অনেক মাস্টারপ্ল্যানই বাস্তবায়িত হয় না। সেগুলো কাগজে কলমেই থেকে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটুক সেটি কেউ চায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক তৈরির কারখানা। এ কারখানা যতো প্রসারিত করা হবে দক্ষ নাগরিক তৈরির সংখ্যাও ততো বাড়বে। দেশ ও জাতি গঠনে এ নাগরিকরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। আমরা আশা করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করতে সরকার উদ্যোগী হবে। জমি বরাদ্দ থেকে শুরু করে আর্থিক ও আমলাতান্ত্রিক সব কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নেবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।